বাঘ শিকারের মজা

(ষ্ট, ষ্ঠ, ন্ট, স্ট, ণ্ঠ, ন্দ, ন্ধ, হ্ন)

সেবার ডুরান্ডার বনে গেলাম বন্য-জন্তুর ছবি তুলতে । রাতের অন্ধকারে যে-সব জন্তু বেরোয়, তাদের ছবি । সার্চ লাইটের জোরালো আলো ফেলে ছবি তুলতে হয় । এতে যেমন বিপদের ভয় আছে, তেমনি আছে আনন্দ ।

আমার বন্ধু কেষ্ট পন্ডিত অন্ডালের স্টেশন মাস্টার । কিন্তু বনে বেড়াবার সুযোগ পেলে সে ছাড়েনা । তার জন্য অষ্ট প্রহর কষ্ট করতেও সে প্রস্তুত । তারই বন্ধুর জিপগাড়িতে চেপে আমরা রওনা হলাম । কেষ্ট বলল, — এ তোমার আচ্ছা শিকারের নেশা ।

আমি বললাম — শিকার কোথায় ? একটা বন্দুক পর্যন্ত নিইনি ।

পন্ডিত বলল, — ঐ একই কথা । দুষ্ট শিকারিরা বন্দুকে ঘোড়া টিপে, গুলি

ছুঁড়ে শিকার করে। তুমি না হয় ক্যামেরার শার্টার টিপে আলো ছুঁড়ে শিকার করো।

এই বলে, দুষ্টুমি ভরা দৃষ্টিতে ও আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, — না মশায় না, এক কথা নয়। শিকারিদের নিষ্ঠুরতায় বন্য প্রাণীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে বুঝি বন্যপ্রাণী আর অবশিষ্ট থাকবে না। আমরা চেষ্টা করছি ওদের বাঁচিয়ে রাখতে। ওরা না বাঁচলে, আমরাও বাঁচব না।

সন্ধ্যার আগেই ফরেস্ট গার্ড চন্দ্রকান্ত পান্ডার গুমটিতে পৌঁছলাম। গুমটির সামনে মহাবীর ঝান্ডা উড়ছে। বাঁশের ডগায় বসে আছে একটা নীলকণ্ঠ পাখি। তার ছবি তুললাম।

পান্ডার গলায় কণ্ঠি। এক হাতে ডান্ডা ও অন্য হাতে লণ্ঠন। সে জীপে এসে উঠল। সে আমাদের পথ দেখাবে।

বনের ভিতরে ঢুকতেই অন্ধকার হয়ে এল। হঠাৎ পান্ডা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, — রোকিয়ে বাবু! আগে গুন্ডা হাথি হ্যায়।

কেষ্ট গাড়িতে ব্রেক দিল। তাকিয়ে দেখি, দূরে ষন্ডামার্কা, প্রকান্ড-মুন্ডধারী এক হাতি। বন-বাদাড় লন্ডভন্ড করে রেখে, এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেষ্টকে বললাম, — জীপটা এগিয়ে নিয়ে চল্। কাছ থেকে হাতির ছবি তুলব। কেষ্ট বলল, — মাথা খারাপ! ওর কান্ডকারখানা দেখছ না? গন্ডমূর্খ ছাড়া কেউ কি এখন ওর কাছে যায়? গেলেই মুণ্ডুটি ছিঁড়ে নেবে। তখন ছবি তোলার আনন্দ বেরিয়ে যাবে।

এই বলে সে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

তাই দেখে কেষ্ট বলল, — মন খারাপ করিস না মন্টু। হাতিটা এখনো আমাদের গন্ধ পায়নি। অন্ধকারে আমাদের দেখতেও পাচ্ছে না। একবার সন্ধান পেলে, বা একটুও সন্দেহ হলেই, তেড়ে আসবে। বরং তার চেয়ে চল, কন্টক পাহাড়ির দিকটা ঘুরে আসি। ওদিকে বাঘ, ভাল্লুক বা বুনো মোষের দেখা পেয়ে

যেতে পারিস । ঝর্ণার কাছে হরিণ, বনশুয়োর, নীলগাই বা হায়না পেয়ে যেতে পারিস । অন্ততঃ একটা শেয়ালেরও তো দেখা মিলবে । ওদের ছবি তোলা অনেক নিরাপদ ।

এই বলে কেষ্ট গাড়ির গতিটা আর একটু মন্থর করে দিল । বন বিভাগের পান্থশালা ছাড়িয়ে গেলাম । উল্টোপাল্টা হিমেল হাওয়া বইছে । বেশ ঠান্ডা লাগছে । সোয়েটারটা বের করে গায়ে দিয়ে নিলাম । ওটা আমায় পাঠিয়েছে আমার বন্ধু পল্টু নন্দী — লন্ডন থেকে ।

খানাখন্দ পেরিয়ে জিপটা এসে থামল ঝর্ণার কাছে । মনে হ'ল, কোনো জন্তু বোধ হয় জল খাচ্ছে । ভয় আর উৎকণ্ঠায় বুকটা একটু কেঁপে উঠল ।

পান্ডা হঠাৎ সার্চলাইটের বোতাম টিপে দিল । এক ঝলক আলো গিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝর্ণার পাড়ে। দেখি, একটা বাঘিনী আর দুটো বাচ্চা জল খাচ্ছে।

আলোর ঝলক দেখে চমকে ওরা ঘাড় তুলে তাকাল । কি সুন্দর ! কি সুন্দর! ঝট্‌পট্ দু'বার শার্টার টিপে দিলাম ।

বাঘিনী তার ছানা নিয়ে বনের দিকে ফিরল । রাজসিক চালে যেতে যেতে একবার ঘাড় বেঁকিয়ে আমাদের দেখে নিল । সে ছবিটাও আমার ক্যামেরায় বন্দী করে নিলাম ।

কেষ্ট বলল, — এবার বাঘ শিকার করে সন্তুষ্ট তো ?

আমি বললাম, — নিশ্চয় !

নিজে করো

1. লেখো —

নিষ্ঠুর = ষ্ + ঠ = ষ্ঠ		লণ্ঠন = ণ্ + ঠ = ণ্ঠ	
কেষ্ট = ষ্ + ট = ষ্ট		প্রকাণ্ড = ণ্ + ড = ণ্ড	
মাস্টার = স্ + ট = স্ট		আনন্দ = ন্ + দ = ন্দ	
পল্টু = ল্ + ট = ল্ট		গন্ধ = ন্ + ধ = ন্ধ	
মণ্টু = ণ্ + ট = ণ্ট		মন্থর = ন্ + থ = ন্থ	

2. পড়ো ও লেখো —

পছন্দ, মন্দ, গোবিন্দ, নিন্দা, অন্ধ, পন্থা, গ্রন্থ,
ঘন্টা, হন্টন, লুণ্ঠন, গণ্ডার, ভাণ্ড, পাল্টা, স্টীমার

3. পড়ো ও মনে রাখো —

বন্য — বুনো । রওনা — যাওয়া ।

দুষ্ট	—	খারাপ ।	**দৃষ্টি**	—	চাহনি ।
নিষ্ঠুরতা	—	হিংসা ।	**অতিষ্ঠ**	—	জ্বালাতন ।
অবশিষ্ট	—	বাড়তি, বাঁচা ।	**কান্ডকারখানা**	—	কাজকর্ম ।
গন্ডমূর্খ	—	খুব বোকা ।	**পূর্ণ**	—	পুরো ।
বিষণ্ণ	—	দুঃখিত ।	**সন্ধান**	—	খোঁজ ।
কন্টক	—	কাঁটা ।	**নিরাপদ**	—	বিপদহীন ।
মন্থর	—	আস্তে, ধীরে ।	**পান্থশালা**	—	বিশ্রামের ঘর ।
হিমেল	—	ঠান্ডা ।	**খানাখন্দ**	—	গর্ত ।
রাজসিক	—	রাজার মত ।			

4. **উত্তর দাও —**

ওরা কী নিয়ে শিকার করতে গেছিল ? মহাবীর ঝান্ডার বাঁশের ডগায় কী বসেছিল ? সোয়েটারটা কে, কোথা থেকে পাঠিয়েছে ? ঝর্ণার কাছে কোন্ কোন্ জন্তু পাওয়া যেতে পারে ?

সার্চলাইটের আলোয় কী দেখা গেল ?

5. **ন্ডা, ষ্টি, ন্টা, ঙ্কু, ষ্ট, স্টে — থেকে বেছে নিয়ে, শূন্য স্থান পূরণ করে বাক্যগুলি পূর্ণ করো —**

ঢং ঢং করে ঘ ☐ বাজছে । ঠা ☐ য় বরফ জমে ।

কে ☐ আর ম ☐ দুই বন্ধু । বর্ষাকালে বৃ ☐ হয় ।

রেল ☐ শনে গাড়ি এল । মধু খুব মি ☐

6. তোমরা কি চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখেছ ? যদি না দেখে থাক তবে পাটনার চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখতে পার । যদি বাঘ দেখে থাক তবে বলো তার গায়ের রঙ কেমন । টেলিভিশানের কোন কোন চ্যানেলে বাঘের দৃশ্য দেখানো হয় । বড়দের বলে তোমরা সেই চ্যানেলগুলি দেখতে পারো । তোমরা কি কখনো জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছ ? যদি গিয়ে থাক তাহলে জঙ্গলের কথা নিজের ভাষায় বলো । তুমি কি জানো প্রাণী শিকার করা এখন অপরাধ । তোমার মত কী ? জঙ্গলে কী কী জন্তু থাকে?